Developer:

MERIDIAN GROUP
FOUNDATIONS FOR LIFE

Meridian Signature
66, Vivekananda Road, 6th Floor, Kolkata 700 006
E: aamarbari@meridiangrouprealty.in
W: www.meridiangrouprealty.in
Call: 033-4144-4144

Marketeer:

MERIDIAN SALES
HDFC REALTY Your Preferred Property Advisor

Preferred Banker:

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India THE BANKER TO EVERY INDIAN
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया United Bank of India
HDFC HOME LOANS
पी.एन.बी.

Project Architect:

RAJ AGARWAL & ASSOCIATES

Branding Partner:

CARPEDIEM
UN.TITLED STUDIOS

This document is not a legal offering, it only describes the intent, purpose & concept of Meridian Aamar Bari. All the areas/dimensions/layouts/elevations/pictures are only indicative and not as per scale. All details may change or be altered/modified after approval from appropriate authorities.

MERIDIAN আমার বাড়ি

এসেছিলাম ঘুরতে ঘুরতে, অনেক আগে এই শহরে
দেখেছিলাম সারাটা দিন পথে কেমন মানুষ ঘোরে

একা মানুষ, দোকা মানুষ, ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া
হাজার মাথার শামিয়ানায় বন্ধু পাতায় একলা হাওয়া

দেখেছিলাম উড়ালপুলের মাথায় মাথায় আকাশ বাঁধা
ছুটন্ত দিন, ফুটন্ত দিন, বেঁচে থাকার আজব ধাঁধাঁ

এসেছিলাম গ্রাম থেকে তো। গ্রাম নয় ঠিক, টাউন, ছোট...
মানুষ কিন্তু সেখানে বেশ মাটির সঙ্গে ওতপ্রোত।

বাড়ির পাশে আলতো পুকুর, পা ফেললেই গাছগাছালি
কারোর ছাদে খড়ের ছাওয়া, কারোর মাথায় লালচে টালি...

হাঁস চরছে আপনমনে, মুরগিরা বেশ ব্যস্ত দানায়
এমন দৃশ্যে উঠোন কোণে লক্ষ্মীর পা দারুণ মানায়।

ছোট বেড়ার আশেপাশে দু'দশ ঘরের প্রতিবেশী
সবার খবর নিচ্ছে সবাই, গ্রাম আসলে একটা দেশই।

গাছের ডালে ডাকছে পাখি, নানারকম। সব কি চিনি?
আমার পাড়া শান্তিপল্লী; এমন আমি আর দেখিনি।

বাবা আমার টোল পড়াতেন, মা বানাতেন আচার-বড়ি
পড়ার পাশে গান গাইতাম, মায়ের কাছেই হাতেখড়ি।

এক ছেলে, তাই শাসন কড়া। নিয়ম মাফিক পড়তে বসা
হারিকেনের অল্প আলোয় বন্ধু বলতে মুড়ি-শশা।

বন্ধু কিছু ছিল ঠিকই, করিম, বিলু, ফজল আলি
খেলার মাঠে দৌড় উজাড়, পড়ার বেলায় জোড়াতালি।

মাঠ ছিল তো, দিগন্তপার। শেষ হতো না, যতই ছুটি
আমরা কজন বন্ধু মিলে ভাগ বসিয়ে ঘুগনি রুটি

ভাগ বসিয়ে একটা জীবন সবাই মিলে বেঁচে নেওয়া
মা বলতেন, সবুর করো। ঠিক কোনও দিন ফলবে মেওয়া।

দেখতে দেখতে দিন চলে যায়, রাত চলে যায় রাতের পারে
আলো হাওয়ার শান্ত জীবন এসে দাঁড়ায় অন্ধকারে।

বাবার স্কুলে ঝুলল তালা, মায়ের বড়ি বিক্রি কোথায়?
সময় বলে জীবন ভাসাও, জীবন ভাসাও খরস্রোতায়।

নীল জোনাকি, চুপ হারিকেন, হাতপাখা আর ঝিঁঝিঁর গলা
ছেড়ে এলাম এই শহরে, আকাশ এখন একুশতলা।

শুনছি নাকি কেউ কারও নয় ছুটতে থাকা এ কলকাতায়?
শুনছি নাকি আড়াল থেকে শত্রুরা সব বন্ধু পাতায়?

কাজ নেই তাই। নিজের মতো একলা হয়ে থাকছি একা
চোখের সঙ্গে বোঝাপড়া, লোকের সঙ্গে এমনি দেখা।

দিনের বেলা চাকরি করি, সন্ধে হলে চুমুক চায়ে
হয়তো মা আজ তুলসীতলায়, ফজল নমাজ পড়ছে গাঁয়ে...

কেউ কি আমার বন্ধু হবে? হাত মেলাবে বাঁচার মাঠে?
রাত নামলে দাঁড়িয়ে থাকি একলা মেসের বারান্দাতে।

দিগন্তে দূর ফুটছে তারা, জুটছে তারা একটা করে...
মাথার ওপর নিজের নামে ছাদ হবে না, এই শহরে?

একটা বাড়ি, শান্ত মেঝে, জানলা দিয়ে গাছগাছালি?
সন্ধে হলে হারমোনিয়াম? মোড়ের মাথায় আড্ডা খালি?

একটা বাড়ি, নিজের মতো? কেউ যেখানে ভিনদেশি নয়?
একটা বাড়ি, চারপাশে যার আলপনা দেয় শান্ত সময়?

একটা বাড়ি, ঘাসগালিচা, চায়ের কাপে তর্ক দারুণ?
একটা বাড়ি, এক পেয়ালায় শাক্য, জোসেফ, জসসি, হারুন?

হয়তো হবে... ভাবতে থাকি মেস-বিছানায়, রাতের দিকে
একটা দুটো শব্দ লিখে মেসেজ করি শাল্মলীকে।

শাল্মলী? সে অফিস কলিগ। এখন একটু বন্ধু বটে,
অফিস শেষে হালকা পায়ে আমরা ফিরি একই পথে।

একটু দাঁড়াই, একটু বসি, একটু কথার আলাপচারী,
এক শহরে একলা দুজন, এইটুকুই তো করতে পারি।

ওর বাবা নেই। মা রয়েছেন দাদার কাছে ব্যাঙ্গালোরে
শাল্মলী চায় মাকে যেন আনতে পারে এই শহরে।

মাকে যেন রাখতে পারে নিজের কাছে, নিজের মতো
কিন্তু আমরা দিব্যি জানি, স্কোয়ার ফিটের হিসেব কত।

কেমন দামে বাড়ি বিকোয়, স্বপ্নে এখন দিন চলে না
কজন পারে, কলকাতাতে নিজের একটা বাড়ি কেনা?

শাল্মলী তো পিজি থাকে, উল্টোডাঙ্গার এক গলিতে
মাঝেমধ্যে ভিড় বাসে যাই একলা ওকে পৌঁছে দিতে।

বাসেই হঠাৎ একদিন ঠিক হাত লেগে যায় হাতের পাতায়...
বান্ধবীকে স্পর্শ দেওয়া, সহজ তো নয় এ কলকাতায়

ভিড়ের মধ্যে চাউনি বদল, একরোখা চোখ দৃষ্টি নামায়
তার সালোয়ার দৌড়ে এসে মুখ লুকোচ্ছে আমার জামায়।

এমন দৃশ্যে সাক্ষী কেবল ভিড়ভাটার উল্টোডাঙ্গা-
কাঁচপোকা টিপ, একফোঁটা ঘাম, মুঠোর ভেতর ইচ্ছে ভাঙা।

পারবে, তুমি? প্রশ্ন করি। শাল্মলী চুপ। হাঁটছি ঘুরে...
ফের তাকালো, আর ভাসালো এক চাউনির সমুদ্দুরে

ফিরে এলাম মেসবাড়িতে। মনখারাপের বারান্দাটা-
আর কতদিন, আর কতদিন, আর কতদিন এমনি হাঁটা?

দুটো মানুষ চায় ঠিকানা। মহানগর কৃপণ এত?
সেই কি শুধু জীবন পাবে, যে সফল আর যে বিখ্যাত?

সাধারণের ছাদ লেখা নেই এই শহরের আকাশ কোণে?
আমার আঙুল স্বপ্ন ভেবে সারাটা রাত তারা গোনে...

শাল্মলী খুব সাহস জোগায়। ঠিক পারব, বলতে থাকে
আমি কেবল ঘুমের ভেতর বরণ করি অনন্যাকে।

বাস্তবে তো তার আর আমার মধ্যে হাজার ভিড়ের চলা
কেউ কি থাকে একটু নীচে? সবার আকাশ একুশতলা?

তখন একদিন ওই দেখাল, কোন কাগজের বিজ্ঞাপনে
আবাসনের গল্প লেখা, পড়ে তো বেশ ধরছে মনে।

এক নাগালের মধ্যে কেমন স্বপ্নপূরণ, ইচ্ছেপাড়ি
জাঁকজমকের ধার ধারেনি, নাম রেখেছে আমার বাড়ি।

দামও নেহাত খুব বেশি নয়, চেষ্টা করাই যায় তাহলে
ঘর সাজানোর সুযোগ পাব মাথা গোঁজার জায়গা হলে।

কিন্তু এতো ঘর না শুধু! এলাহি এক আয়োজনে
খোঁজ দিয়েছে বেঁচে থাকার, ভিড়ের মধ্যে একলা কোণে।

কলকাতাতেই, কিন্তু যেন গা বাঁচিয়ে, একটু দূরে
ভাল থাকার এক ঠিকানা ঠাঁই খুলেছে, বারুইপুরে।

অনেকখানি জায়গাজমি, অনেক ঘরের গেরস্থালি,
কিন্তু সবার জানলা জুড়ে অপার সবুজ, গাছগাছালি।

সকালবেলা শিশির ভেজা ঘাসের জমি ডাক পাঠাবে
সন্ধে হলে পাখির ডাকে একটানা দিন অস্ত যাবে।

কী আশ্চর্য! কলকাতাতে এমন বুঝি হয় ঠিকানা?
কে যেন বেশ বলেছিল, ভোরের স্বপ্ন বলতে মানা?

সেই স্বপ্নই সত্যি হল। সবারই তো ইচ্ছে করে
একটু ভাল দিন কাটাতে, নিজের মতো, নিজের ঘরে...

খুশির হাওয়া ছুটবে কেবল, দুঃখ তোমায় বেজায় আড়ি-
সেই সুযোগই আনল এবার মেরিডিয়ান আমার বাড়ি।

শুধু কি আর গাছগাছালি? গান-বাজনা সারাটাদিন
সাত সুরে আর গানের কথায় বাতাস যখন দামাল, স্বাধীন...

মোড়ের মাথায় গিটার রাখা। আড্ডাছলে বাজাও দেখি?
ওপর ওপর খুব আধুনিক, ভেতরে মন সেই সাবেকি।

সব সুবিধেই থাকছে এতে, গানবাজনা উপরি পাওয়া
সঙ্গীত নগরী প্রথম... ঘুম ভাঙ্গাবে সুরের হাওয়া।

গানের ক্লাসও খুলবে নাকি, শেখাও যাবে সবাই মিলে
ছোটবেলার বিকেলগুলো হঠাৎ কে যে ফিরিয়ে দিলে...

তাকে আমার সেলাম জানাই। ইচ্ছে জানাই শাল্মলীকে-
একটা বুকিং করবে নাকি, আসছে মাসের এক তারিখে?

সবাই মিলে ভাল থাকার এমন সুযোগ আর কি ছাড়ি?
আমরা দুজন এক যদি হই, এটাই হবে আমার বাড়ি।

তোমার মাকে আনব, দেখো... মা আর বাবা আসবে আমার...
একদিন ঠিক ভেজা রেলিং গন্ধ পাবে ছোট্ট জামার...

আমার-তোমার আসবে যেজন, সে যেন পায় ছাদের পাঁচিল
তার জন্যে সব পেরিয়ে এই শহরে আমরা আছি।

আজ আমি আর শাল্মলী বেশ ঘর সাজিয়ে ক্লান্ত, সুখী
আমার বাড়ির বারান্দাতে বিকেলবেলায় মুখোমুখি...

ছাদ-হারানো দুজন মানুষ আবার পেলাম এক ঠিকানা
হচ্ছে শুরু নতুন জীবন, বাকিটা তো সবার জানা।

আমার বাড়ি একমহলা। এক পরিবার সবাই মিলে
এ ঘর থেকে মৌরলা যায়, পাশের বাড়ি ট্যাংরা দিলে।

আনন্দে আর দুঃসময়ে সবার পাশে সবাই থাকি
এই না হলে কীসের শহর? ঠিক সাড়া পাই, যখন ডাকি।

আমরা সবাই অপেক্ষাতে, তোমরা এবার এসে পড়ো
নীড় বেছে নাও ইচ্ছেমতো, আকাশ কিন্তু সত্যি বড়।

নতুন একটা পৃথিবীতে নতুন করে থাকতে এসে
দেখছি কত সুখ পাওয়া যায় সব্বাইকে ভালবেসে।

লাখে একটা সুযোগ এমন বেঁচে নেওয়ার স্বপ্ন ঝরে...
হাত বাড়িয়ে থাকতে এসো, নিজের মতো, নিজের ঘরে...

আজ আমি আর শাল্মলী সেই অপেক্ষাতেই টানছি দাড়ি-
তোমার জন্যে দরজা খোলা, মেরিডিয়ান আমার বাড়ি...